Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙন

১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব হয়েছিল। এই বিপ্লবের পরিণতিতে রাশিয়া বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দীর্ঘ সাত দশক ধরে সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল। সোভিয়েতের অনুকরণে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দিয়েছিল।

বিশ্বরাজনীতি দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে ছিল কমিউনিস্ট শাসিত রাষ্ট্রগুলোর শিবির। তাদের নেতৃত্বে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। অন্যদিকে ছিল পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর শিবির। এদের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙন হয়েছিল। দুই মেরুতে বিভাজিত বিশ্ব এক মেরু বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কারনে প্রশ্ন জাগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙন কেন হয়েছিল? স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের শেষ নেই। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

অনেকেরই বক্তব্য, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতন খুব অপ্রত্যাশিত ছিলনা। ঐতিহাসিক পরিক্রমার ফল হল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেনিন তার দক্ষতা দিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভিতকে তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি বাধা বিঘ্ন হীন ছিলনা। প্রতি-বিপ্লবিরা প্রতিপদে লেনিনকে বাধা দিয়েছিল। এটা ঠিক যে অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ছিল কঠিনতম কাজ। লেনিন রাজনৈতিক সংহতিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (NEP) প্রবর্তন করে তিনি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করেছিলেন। লেনিনের পর স্তালিনও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যকে ধরে রাখার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। লেনিন ও স্তালিন উভয়েই সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে বন্ধ করতে পেরেছিলেন। এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন

করেছিলেন। কিন্তু একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো ছিল তারা সেগুলোকে মোকাবিলা করতে পারেনি।

প্রশ্ন হল কেন লেনিন ও স্তালিনের মতো নেতারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংকটগুলোকে দূর করতে পারেনি? উত্তরে বলা যায় – লেনিনের হাত ধরেই প্রথম সমাজতন্ত্র তত্ত্ব থেকে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। লেনিন – স্তালিনের সামনে কোনো সমাজতান্ত্রিক শাসনের পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। তারাই প্রথম সমাজতান্ত্রিক শাসক। স্বাভাবিক কারনে তাদের দোষত্রুটি গুলো পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রকে প্রথম থেকেই পুঁজিবাদি দুনিয়া সহ্য করতে পারেনি। তাদের চাপ এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতি-বিপ্লবীদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ প্রশাসনকে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করনে বাধ্য করেছিল। কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা প্রশাসনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সামজিকীকরন ব্যহত হয়েছিল। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ বাইরের জগত সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাদের কাছে সমাজতান্ত্রিক শাসন অনড় অচলায়তন বলে মনে হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের জড়তা নতুন প্রজন্মকে গণতন্ত্রের পথে চলিত করেছিল। সোভিয়েত প্রশাসনে দুর্নীতি এসেছিল। কমিউনিস্টদের এক কেন্দ্রিকতা অনেকে মানেননি। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ হয়তো ছিল না কিন্তু তার পরিবর্তে দলীয় নেতাদের শোষণ ছিল। সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনে ব্যক্তির কোন মুল্য ছিল না। আর্থিক বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন ভূমিকা ছিলনা। সবই হতো রাষ্ট্রের নেতৃত্বে। এই সব বিষয়গুলোকে সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন প্রজন্ম গ্রহণ করেনি। মুক্ত দুনিয়ার হাতছানি সোভিয়েত রাশিয়ার নাগরিকদের আপ্লুত করেছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়করা নতুন প্রজন্মকে ধরে রাখতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশাসন ছিল সংস্কৃতি-বর্জিত হৃদয়হীন প্রশাসন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকট সোভিয়েত রাশিয়াকে আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়েছিল। পুলিশ ও সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বহু আদর্শবাদী কমিউনিস্ট নিহত হয়েছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। স্তালিনের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছিল। স্তালিন পরিপন্থীদের পরিবর্তে ক্ষমতাশীল হয়েছিলেন ক্রুশ্চেভ। তিনি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সব দোষ তিনি স্তালিনের উপর চাপিয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়াকে তিনি একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া পররাষ্ট্র নীতি হিসাবে উপনিবেশবাদ কে গ্রহণ করেছিল। ব্রেজনাভের সময়ে সোভিয়েত সম্প্রসারণ তীব্র হয়েছি এবং তার খেসারত সোভিয়েত রাশিয়াকে দিতে হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরে আর্থিকগতিহীনতা চরমে উঠেছিল। মুদ্রা স্ফীতি মাত্রা ছাড়িয়েছিল। ইস্পাতের উৎপাদন কমেছিল এবং তেল সংকট তীব্র আকার ধারন করেছিল। প্রযুক্তি ও পুঁজির অভাবে সাইবেরিয়ার তেলের খনি গুলি অকেজো হয়ে গেছিল। খাদ্য

সংকট প্রকট হয়েছিল। প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্যর জন্য সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকার দ্বারস্থ হয়েছিল। অথচ পঞ্চাশের শতকে সোভিয়েত রাশিয়ার এই অবস্থা ছিল না। আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেশিদিন টিকতে পারেনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনের জন্য অনেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রধান মিখাইল গর্বাচেভ কে দায়ি করে থাকেন। ১৯৮৫ সালে গর্বাচেভ সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গর্বাচেভ ছিলেন নতুন প্রজন্মের প্রতিভূ। তিনি যখন রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়েছিলেন তখন সোভিয়েত রাশিয়ার আর্থিক সংকট তীব্র আকার ধারন করেছিল। যুদ্ধ ও সামরিক বাহিনীর খরচ মেটাতে রাজকোষে ঘাটতি শুরু হয়েছিল। গর্বাচেভ আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সংস্কার আনার উদ্যোগী হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তিনি তার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব ইউরোপ থেকে সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। পূর্ব ইউরোপে যে বিশাল সামরিক বাহিনী ছিল তার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো। তাই তিনি এই সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে বিশাল সামরিক ব্যরভার কমাতে চেয়েছিলেন। তার কাছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় সৃষ্ট ওয়ারশা চুক্তির কোন মুল্য ছিলনা। আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়া যে ভূমিকা পালন করেছিল এবং সেখানে যে বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে রেখেছিল গর্বাচভের কাছে তা ছিল অর্থহীন। তিনি আফগানিস্তান থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আফগান সমস্যা কে তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন। পরিণামে ১৯৮৮ সালে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জেনেভা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে গর্বাচেভ যেমন সহনশীল ও নরমনীতি গ্রহণ করেছিলেন তেমনই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া নানা কারনে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার এই আর্থিক দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতাকে কাটাতে হলে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তার এই সংস্কার কর্মসূচির অঙ্গ হল গ্লাসনস্ত (Glasnost) ও পেরেস্ত্রেকা (Perestroika)। ১৯৮৫ সালের ২৭তম কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রেকাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্লাসনস্ত বলতে বোঝানো হয়েছিল মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্র। পেরেস্ত্রেকার অর্থ হল পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও নবসংস্কার। গর্বাচভের মতে পেরেস্ত্রেকা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে সূচীত করবে না। সামগ্রিকভাবে সবেরই পরিবর্তন হবে। সামাজিক কাঠামোয় মানবিকীকরণ এর দ্বারা হবে। গর্বাচেভ মূলত এই দুই সংস্কার নীতির দ্বারা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে তিনি পুনর্বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। দলের মধ্যে বিতর্ককে

গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সংখ্যালঘুদের বিষয়কে বিবেচনা করেছিলেন। সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতকে সব সময় মানতে বাধ্য হতো, তিনি এর পরিবর্তন চেয়েছিলেন।

গর্বাচেভ এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন। বাজার অর্থনীতিকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সাথে সাথে তিনি বেসরকারি ক্ষেত্রকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জনগণের মানবিক গুনের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি দলীয় শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে গর্বাচেভের সংস্কারের উদ্যোগ ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। এমন কতকগুলো ঘটনা দ্রুত ঘটে গিয়েছিল যা গর্বাচভের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল। গর্বাচেভের নেতৃত্বকে মানতে পারেনি সাইবেরিয়ার বরিস ইয়েলেৎসিন। এই নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট বিরোধী ও পশ্চিমী উদারনীতিবাদ ও বাজার অর্থনীতির সমর্থক। ১৯৮৫ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হয়েছিলেন। পলিটব্যুরোর তিনি সদস্য হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি নানা বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৮৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের ৭০ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি সংস্কারের জন্য পাল্টা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। গর্বাচেভের পক্ষে বরিস ইয়েলিৎসিনের ভূমিকাকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলনা। তিনি ইয়েলিৎসিন কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মস্কো পার্টি প্রধানের পদ থেকে তাকে সরিয়েছিলেন। পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ শুরু হয়েছিল। গর্বাচেভ ইয়ালেৎসিনের প্রভাবকে দমন করার জন্য কট্টরপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। আলেকজান্ডার ইয়াকভলেভ, শেভার্দনাদজে ও ইয়ালিৎসিন আরও সংস্কারের দাবী তুলেছিলেন। ইয়াকভলেভ ১৯৯০ সালের ২৮তম পার্টি সম্মেলনে কমিউনিস্ট দলকে একটি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলে পরিণত করার কথা বলেছিলেন। বিদেশমন্ত্রী শেভার্দনাদজে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। বিশ্বরাজনীতিতে মানবিক মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। গর্বাচেভের সাথে তাদের মতাদর্শগত বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। পরিণতিতে তারা পলিটব্যুরোর সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে শেভার্দনাদজে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান ইত্যাদি অঙ্গরজ্যগুলোতে বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারন করলে সোভিয়েত রাশিয়া সংকটে পড়েছিল। গর্বাচেভ এই সংকট দূর করতে পারেননি। সংস্কারপন্থী এবং কট্টরপন্থীদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশই বেড়েছিল। গর্বাচেভ এই বিরোধ মেটাতে পারেননি। সব পক্ষই গর্বাচেভের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বশাসন দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে কট্টরপন্থীরা গর্বাচেভকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। গর্বাচেভ কিছুটা বাধ্য হয়েই ইয়ালিৎসিনের সাথে সমঝোতা

করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ১৯৯১ সালের ১৭ই মার্চ গণভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। এই গণভোটে কয়েকটি প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের পক্ষে ছিল। কিন্তু জর্জিয়া, মলডেভিয়া, এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া, প্রভৃতি রাজ্য গণভোট বয়কট করে ইউনিয়নের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। স্তালিনের জন্মভূমি জর্জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। গর্বাচেভ নয়টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ' Treaty Union' বা ইউনিয়ন চুক্তি সম্পাদন করে রুশ ফেডারেশন গঠন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তার হাতে ছিল অর্থ, সমর ও পররাষ্ট্র বিভাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে শান্তি আসেনি। ১৯৯১ সালের জুন মাসে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন বরিস ইয়েলিৎসিন। তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। রাশিয়ায় পৃথক রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে নিশ্চিত করেছিল। গর্বাচেভ বিপদকে অনুধাবন করে অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ঠেকাতে পারেনি। গণভোট থেকে বিরত থাকা প্রজাতন্ত্রীগুলি ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

ছয়টি কমিউনিস্ট দেশকে নিয়ে যে ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে তা বাতিল করা হয়েছিল। ৩৬ বছরের পুরানো চুক্তির অবসান সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনকে অনিবার্য করেছিল। গর্বাচেভ ও ইয়েলিৎসিনের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই তুঙ্গে উঠেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। গর্বাচেভ ইউক্রেনের ক্রিমিয়ায় অবসরকালীন ছুটি ভোগ করছিলেন তখন গর্বাচেভ বিরোধী কট্টর কমিউনিস্টরা মস্কোয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘতিয়েছিল। তাদের সমর্থন করেছিল সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ। বিক্ষোভকারীরা ক্ষমতা দখল করেছিল। ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন উপরাষ্ট্রপতি ইয়ানিয়েভ। আটজন নেতা ক্ষমতা পরিচালনা করেছিলেন। এদের বলা হয় 'গ্যাং অফ এইট'। এরা হলেন ইয়ানিয়েভ, ইয়াজভ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত), পাভালভ (প্রধানমন্ত্রী), বরিস পুগো (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), ক্রিচকভ (গোয়েন্দা প্রধান), আনাতলি লুকানভ (স্পিকার), বাকালানভ (প্রতিরক্ষা পরিষদের উপপ্রধান), স্টারোডাবস্টেভ (ফার্মাস ইউনিয়নের প্রধান)। এদের নেতৃত্বে বলশেভিক শাসনতন্ত্রের সমাধিক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদের নেতৃত্বকে ইয়েলিৎসিন মানেননি। তিনি এই অভ্যুত্থানের নিন্দা করেছিলেন। তার নেতৃত্বে সামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। গর্বাচেভ মস্কোয় ফিরে এসে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন ইয়েলিৎসিন। গর্বাচেভের সাথে ইয়েলিৎসিনের ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছিল। ২৪শে আগস্ট গর্বাচেভ কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছলেন। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে দলীয় শাখা বাতিল করা হয়েছিল। পার্টির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যেসব প্রজাতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত

হয়েছিল তারা ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তারা স্বীকৃতি পেয়েছিল। তিনটি বাল্টিক প্রজাতন্ত্র লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়াকে ইয়েলিৎসিন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। বাল্টিক রাজ্যগুলোর মতো মোল্ডাভিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ, কিরঘিস্তান, উজবেকিস্তান ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। পরে এই রাষ্ট্রগুলি নিজেরা স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সমবায় (Common Wealth of Independent States বা CIS) গঠন করেছিলেন। যেসব প্রজাতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে রাশিয়াই ছিল সব দিক থেকে বড়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে বরিস ইলিয়াৎসিন আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কথা ঘোষণা করেন। এই ভাবে ৭২ বছরের পুরানো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে পরিগণিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পিছনে গর্বাচেভের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায়না। গর্বাচেভের ব্যর্থতা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে অনিবার্য করেছিল। তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ কারাত মনে করেন ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত পার্টির চরিত্র ও সংগঠনের সংস্কারের নামে শিথিলতা এনেছিলেন, এই সুযোগ কে কাজে লাগিয়েছিলেন ইয়েলিৎসিন। তার প্রতি বিপ্লবকে মোকাবিলা করার শক্তি কমিউনিস্ট দল হারিয়েছিল কেবলমাত্র গর্বাচেভের দুর্বল নেতৃত্বের জন্য। আবার অনেকে মনে করেন গর্বাচেভ সমাজতন্ত্রের ভীতকে দুর্বল করার জন্য নয় শক্তিশালী করার জন্য সংস্কার মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অতিকেন্দ্রীকতার হাত থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক ও সময়োচিত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজে সফল হওয়ার জন্য যে পরিকাঠামোগত বিষয়ের দরকার ছিল তার অভাব সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিল। তার জন্য গর্বাচেভের প্রয়াস সফল হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার গুনে তিনি স্ট্রাজিক হিরোতে পরিণত হয়েছিলেন। অনেকের মতে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ছিল ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অবধারিত।